২৭-০৬-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- বিকর্ম থেকে বাঁচার জন্য প্রতি মুহূর্তে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো, এই অভ্যাসই তোমাদের মায়াজীত করবে, তোমরা স্থায়ীভাবে যোগযুক্ত থাকতে পারবে ।"

প্রশ্ন :- কোন্ নিশ্চয়তা মজবুত হলে যোগ ভঙ্গ হয় না ?

উত্তর :- সত্যযুগ আর ত্রেতায় আমরা পবিত্র ছিলাম, এই কলিযুগে পতিত হয়েছি, আবার আমাদের পবিত্র হতে হবে । এই নিশ্চয়তা পোক্ত হলে যোগ ভঙ্গ হবে না । মায়া কখনো হারাতে পারবে না ।

গীত :- যে প্রিয়তমের সঙ্গে আছে .....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝে গেছে । ওই বর্ষণের কোনো কথা নয় বা ওই যে সাগর, নদী তারও কথা নয় । ইনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি এসেই জ্ঞানের বর্ষণ করেন, তাই অজ্ঞান, অন্ধকার দূর হয়ে যায় । এই কথা কারা বোঝে ? যারা নিজেদের ব্রহ্মা কুমার - কুমারী মনে করে । বাচ্চারা জানে যে আমাদের বাবা হলেন শিব, তিনি হলেন আমাদের সব বি.কে দের ঠাকুরদা, তাও নিরাকার । তাই তোমরাও নিশ্চয় করো যে আমরা ব্রহ্মাকুমার বা কুমারী, তাই এই কথা ভোলার কোনো ব্যপারই নেই । সমস্ত বাচ্চারা তাদের প্রিয়তমের সাথে আছে । এই নয় যে কেবল তোমরাই, মুরলী তো সবাই শুনবে । বাচ্চাদের জন্যই এই জ্ঞানের বর্ষণ, যেই জ্ঞানের দ্বারাই ঘোর অন্ধকারের বিনাশ হয়ে যায় । তোমরা জানো যে আমরা ঘোর অন্ধকারে ছিলাম, এখন আলোর সন্ধান পেয়েছো তাই সব জেনে যাচ্ছো । পরমপিতা পরমাত্মার বায়োগ্রাফি তোমরাই জানো । যারা শিববাবার বায়োগ্রাফি জানে না তারা হাত তোলো । পরমাত্মার জীবন কাহিনী সবাই জানে । তাও এক জন্মের নয় । শিববাবার কত জন্মের বায়োগ্রাফি আছে ? তোমরা কি জানো ? তোমরা জানো যে শিববাবার এই নাটকে কি পার্ট । তোমরা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তাঁর বায়োগ্রাফিকে জানো । বরাবর ভক্তিমার্গে যে যেই ভাবনায় ভক্তি করে তাদের ফলও আমাকেই দিতে হয় । তাঁরা তো কোনো চৈতন্য রূপ নয়, সাক্ষাত্কার আমিই করিয়ে থাকি । তোমরা জানো যে অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি মার্গ চলে । ভক্তিতে মনোকামনা পূরণ হয়েছে ,এখন বাবার সন্তান হয়েছো তাই অবশ্যই এই বর্সা বা সম্পত্তি পাবে । বাবা তাঁর সন্তানদের বর্সা বা সম্পত্তি দিয়ে থাকেন, এই হলো লাভ । তোমাদের মুখ এখন সদ্গতির দিকেই আছে । তোমরা মূল বতন, সুক্ষ্ম বতন বা স্থূল বতনকে জানো । করা এই বৃহৎ নাটকের মুখ্য অভিনেতা । সৃষ্টিকর্তা আর নির্দেশক হলেন রচয়িতা এবং তিনিই সবকিছু করিয়ে থাকেন । নির্দেশও তিনিই দিয়ে থাকেন । তিনি পড়ানও । তিনি বলেন, আমিই তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি । এই কর্মই করতে হবে আর আমি তা করিয়ে থাকি । অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা মায়ার বশে থেকে অসত্য কর্তব্য করে এসেছো । এ হলো হার - জিতের খেলা । মায়াই তোমাদের দিয়ে এই অসত্য কর্তব্য করিয়ে এসেছে । অসত্য কর্তব্য যে করায় তাকে কিভাবে ভগবান বলা যাবে ? ভগবান বলেন যে আমি তো একজনই, যিনি সবাইকে সত্ কর্ম করতে শেখাই । এখন সকলের শেষ সময় উপস্থিত । সবাইকে কবর থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে । সকলেই কবরে চাপা পড়ে আছে । বাবা এসেই সকলকে জাগিয়ে তোলেন । মৃত্যু সামনে উপস্থিত । শিববাবা এই ব্রহ্মার শরীরের দ্বারাই আমাদের সব বোঝাচ্ছেন । তোমরা সবার বায়োগ্রাফি এমনকি শিব বাবার বায়োগ্রাফি জানারও অধিকারী হয়েছো । তাহলে উঁচু হলে , তাই না ? যারা প্রচুর শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাদের

সামনে যারা শাস্ত্র জানে না তারাও মাথা নত করে । তোমাদের মাথা নত করতে হবে না । এ খুবই সহজ কথা । বাচ্চারা জানে যে আমরা মূল বতন, শান্তিধামের অধিবাসী, এরপরে সুখধামে আসবো । এখন আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী । আমরা হলাম শিববাবার নাতি । শিববাবাকে স্মরণ করলে আমরা সুখের বর্সা বা সম্পত্তি পাবো । তোমরা বাচ্চারা নিশ্চিত যে আমরা পবিত্র ছিলাম, তারপর পতিত হয়েছিলাম, এখন আবার আমাদের পবিত্র হতে হবে । যদি নিশ্চিত না থাকো, তাহলে যোগও হবে না, ভালো পদও পেতে পারবে না । পবিত্র জীবন তো খুবই ভালো । কুমারীদের অনেক মান কারণ তোমরা কুমারীরা এখন অনেক সার্ভিস বা সেবা করে থাকো । এখন তোমরা পবিত্র থাকো আর ভক্তিমার্গে এই পবিত্রতার পুজো হয়ে থাকে । এই দুনিয়া তো খুবই নোংরা, কিচকের গল্প আছে না ? মানুষ অনেক খারাপ খারাপ বিচার নিয়ে আসে, তাদের কিচক বলা হয়, তাই বাবা বলেন খুব সাবধানে থাকতে হবে । এই দুনিয়া খুবই নোংরা কাঁটার । তোমাদেরই খুব খুশীতে থাকা উচিত কারণ আমরা শান্তিধামে গিয়ে আবার সুখধামে আসবো । আমরাই এই সুখধামের মালিক ছিলাম তারপর এই চক্র সম্পূর্ণ করেছি । এইকথা নিশ্চিত হওয়া চাই । অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে । ন হলে মায়া গ্রাস করতে থাকবে, যোগও ভঙ্গ হবে, বিকর্মও বিনাশ হবে না । স্মরণে থাকার জন্য কতো পরিশ্রমের প্রয়োজন । এই স্মরণ থেকেই চির স্বাস্থ্যবান হতে পারবে । অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । আমাদের আত্মাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন । কল্প কল্প তিনি পড়ান আর রাজ্য ভাগ্যও দেন । তোমরা যোগবলের দ্বারা নিজের রাজধানী স্থাপন করো । রাজা রাজত্ব করেন আর সেনা রাজ্যের জন্য লড়াই করে থাকে । এখানে তোমরা নিজেদের জন্যই পরিশ্রম করো, বাবার জন্য নয় । আমি তো রাজ্য ভোগ করি না । আমি তোমাদের রাজ্য পাওয়ার যুক্তি বলে থাকি । তোমরা সকলেই বানপ্রস্থী তাই সকলেই মৃত । ছোটো বা বড়র কোনো হিসাবই নেই । এমন ভেবো না যে ছোটো বাচ্চা হলেই তারা বাবার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পাবে । এই দুনিয়াই থাকবে না যার থেকে তোমরা কিছু পেতে পারো । মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে আছে । তাদের খুবই পয়সা রোজগারের ইচ্ছা, তারা ভাবে যে আমাদের পুত্র আর পৌত্ররা খাবে । কিন্তু এই কামনা কারোরই পূরণ হবে না । এই সবই মাটিতে মিশে যাবে । এই দুনিয়াই শেষ হয়ে যাবে । একটা বোম্বেই সব শেষ হয়ে যাবে । কেউই বাঁচবে না । এখন তো সোনা ইত্যাদির খনি সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেছে । নতুন দুনিয়ায় এই খনিই আবার ভরপুর হয়ে যাবে । ওই নতুন দুনিয়ায় সব কিছুই নতুন পাওয়া যাবে । এখন এই নাটকের চক্র সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, আবার তা শুরু হবে । আলোর প্রকাশ হয়েছে । গাওয়াও হয় যে জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছে, অজ্ঞান অন্ধকারের বিনাশ হয়েছে । ওই সূর্যের কথা নয়, মানুষ তো সূর্যকে জলের অর্ঘ্য দিয়ে থাকে । এখন এই সূর্য তো জল অর্থাত্ জ্ঞান সারা দুনিয়ার কাছেই পৌঁছে দেয় । তাঁকে আবার জল দেওয়া হয়, ভক্তি কি আশ্চর্য, মানুষ বলে সূর্য দেবতা নম:, চন্দ্র দেবতা নম:। তারা কি করে দেবতা হবে ? এখানে তো মানুষ অসুর থেকে দেবতা হয় । তাদের দেবতা বলা হয় না । তারা তো সূর্য, চাঁদ বা তারা । সূর্যের ঝাণ্ডাও লাগানো হয় । জাপানে সূর্যবংশী বলা হয় । বাস্তবে সকলেই জ্ঞান সূর্যবংশী । কিন্তু জ্ঞান নেই কারোর, তাই কোথায় ওই সূর্য আর কোথায় এই জ্ঞান সূর্য । এখানে সাইন্সের সমস্ত আবিষ্কার হয়, তারপর তার ফল কি হয় । কিছুই নেই । বিনাশ এই হলো বলে । যারা সচেতন তারা জানে যে এই সাইন্সের দ্বারাই মানুষ নিজেদের বিনাশ করে । দুনিয়ার মানুষের হলো সাইন্স আর তোমাদের হলো সাইলেন্স । দুনিয়ার মানুষ সাইন্সের দ্বারা বিনাশ করে আর তোমরা সাইলেন্সের দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করো । এখন তো নরকে সকলের নৌকাই ডুবে আছে । দুনিয়ার মানুষের ওই সেনা আর তোমাদের হলো যোগবলের সেনা । তোমরাই উদ্ধার করে থাকো । তোমাদের উপর কতো দায়িত্ব, তাই সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হতে হবে । এই পুরোনো দুনিয়া শেষ

হয়ে যাবে । এখন তোমরা এই নাটককে বুঝে গেছো । এখন হলো সঙ্গমের সময় । বাবা তোমাদের নৌকা পার করতে এসেছেন । তোমরা জানো যে, রাজধানী সম্পূর্ণ স্থাপন হয়ে যাবে, তারপর বিনাশ হবে । মাঝে মাঝে রিহার্সাল হতে থাকবে । লড়াই তো অনেক হবে । এ হলো ছি ছি দুনিয়া, তোমরা জানো যে বাবা আমাদের ফুলের দুনিয়ায় নিয়ে যাবেন । এই পুরোনো শরীররূপী বস্ত্র ছাড়তে হবে । আবার নতুন শরীর রূপী বস্ত্র ধারণ করতে হবে । এ তো বাবাই গ্যারেন্টি করেন যে আমিই সকলকে কল্পে কল্পে নিতে আসি, তাই আমার নাম কালের কাল মহাকাল রাখা হয়েছে । আমাকে পতিত - পাবন বা দয়ালুও বলা হয় ।

তোমরা জানো যে আমরা বাবার শ্রীমতে চলে স্বর্গে যাওয়ার পুরুষার্থ করছি । বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো, এর সাথে সাথে শরীর নির্বাহও করতে হবে । কর্ম ছাড়া তো কেউই থাকতে পারে না । কর্মের সন্ন্যাস তো হয় না । স্নান ইত্যাদি করাও এক ধরনের কর্ম । পরের দিকে সবাই এই জ্ঞান সম্পূর্ণ নেবে, তারা বুঝবে যে এই যে বলে শিববাবা পড়ান, এ সম্পূর্ণ ঠিক, নিরাকার ভগবান উবাচঃ -- তিনি তো একজনই, তাই বাবা বলেন, নিরাকার শিবের সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? সবাই যদি ভাই - ভাই হয়, তাহলে সেই ভাইয়েদের বাবা তো হবেনই । না হলে কোথা থেকে তোমরা আসবে ? এই গানও গাওয়া হয় যে, তুমিই মাতা - পিতা .....। এ হলো বাবার মহিমা, বাবা বলেন যে আমিই তোমাদের শেখাই । তোমরাই আবার এই বিশ্বের মালিক হও । এখানে বসেই শিব বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এই চোখ দিয়ে তোমরা শরীর
কে দেখো, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে জানো যে আমাদের শিব বাবা পড়ান । যারা বাবার সাথে থাকে, তাদের জন্যই এই রাজযোগ আর জ্ঞানের বর্সা । পতিত মানুষদের পবিত্র করা - এ হলো বাবারই কাজ । এই জ্ঞান সাগর হলেন তিনি, তোমরা জানো যে আমরা শিব বাবার পৌত্র এবং ব্রহ্মার সন্তান । ব্রহ্মার বাবা হলেন শিব, বর্সা বা সম্পত্তি শিব বাবার থেকেই পাওয়া যায় । তাঁকেই স্মরণ করতে হবে । এখন আমাদের বিষ্ণুপুরীতে যেতে হবে । এখান থেকে তোমাদের লঙ্গরও উঠে গেছে । কেবল শূদ্রদের নৌকা দাঁড়িয়ে আছে । তোমাদের নৌকা এগিয়ে চলছে । এখন তোমরা প্রথমে সোজা ঘরে যাবে । পুরোনো শরীর রূপী এই বস্ত্র ত্যাগ করে যেতে হবে । এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তাই এই শরীর রূপী বস্ত্র পরিত্যাগ করে ঘরে যেতে হবে । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি সিকিলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো অসৎ কর্ম করবে না, মৃত্যু সামনে উপস্থিত - এ হলো শেষের সময়, তাই সকলকে কবর থেকে জেগে উঠতে হবে । পবিত্র হওয়ার এবং অন্যকে পবিত্র করার সেবা করতে হবে ।

২) এই ছি - ছি দুনিয়ায় কোনো রকম কামনা রাখবে না । সকলের ডুবন্ত নৌকাকে উদ্ধার করার জন্য বাবার সম্পূর্ণ সাহায্যকারী হতে হবে ।

বরদান :- ব্রাহ্মণ জীবনে সর্বদা সুখ দিয়ে আর নিয়ে অতীন্দ্রিয় সুখের অধিকারী হও ।

যে অতীন্দ্রিয় সুখের অধিকারী, সে সর্বদা বাবার সাথে সুখের দোলায় দুলতে থাকে । তার কখনোই এমন সংকল্প আসে না যে অমুকে আমাকে এত দুঃখ দিয়েছে । তার প্রতিজ্ঞা থাকে , না আমি দুঃখ দেবো আর না নেবো । যদি কেউ জোর করেও দুঃখ দেয়, তাহলে তারা ধারণও করে না । ব্রাহ্মণ আত্মা অর্থাৎ সদা সুখী । ব্রাহ্মণদের কাজই হলো- সুখ দেওয়া আর নেওয়া । তারা সর্বদা সুখময় সংসারে থাকা সুখ স্বরূপ আত্মা হবে ।

স্লোগান :- নম্র হও তাহলেই লোকে প্রণাম জানিয়ে সহযোগ দেবে ।